তটরেখা

PDO-ICZM -এর ত্রৈমাসিক বুলেটিন, PDO-ICZM সংখ্যা - ৭ জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০২

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার ধারণা গঠন এবং এর পরিকল্পনা ছক তৈরী সংক্রান্ত সংলাপ অনুষ্ঠিত

সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত। এর উদ্দেশ্য ছিল : (১) ICZM প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো ভালোভাবে ধারণা লাভ করা এবং (২) আগামী বছরের PDO-ICZM কর্মসূচীর পরিকল্পনা তৈরী করা।

২০০৩ সালকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। কারণ পরবর্তী বছরে (২০০৪ সালে) একটি উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল পত্র তৈরীর লক্ষ্যে এ বছরই অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যাবলী এবং কর্মসূচী সমূহ চিহ্নিত এবং সুনির্দিষ্ট করা হবে।

সংলাপে PDO এবং WARPO'র প্রকল্প কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন এন,জি,ও'র প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন। সপ্তাহব্যাপী এ সংলাপে মোট অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৫৭ জন। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা, যেমন - BWDB, BRDB, BBS, LGED, DPHE, পরিকল্পনা কমিশন; বিভিন্ন এন,জি,ও, যেমন - BRAC, CARE, CARDMA, COFCON এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, যেমন - DFID, DANIDA, FAO, RNE, WFP থেকে প্রতিনিধিরা সংলাপে অংশ নেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় WARPO'র ডাইরেক্টর মি. এইচ, এস, এম ফারুক সংলাপের এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী বলে বর্ণনা করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করেন। তিনি সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের WARPO থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

তিনটি বিষয় ভিত্তিক গ্রুপে সংলাপটিকে সাজানো হয়েছিলো। বিষয়গুলো হচ্ছে - পলিসি বা নীতিমালা, জীবিকা এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা। ওয়ার্ক গ্রুপ গুলো তাদের আলোচনার সুনির্দিষ্ট ফলাফল উপস্থাপন করে, যা PDO-ICZM এর কাজে অবদান রাখবে। সংলাপকালীন ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং আলোচনা অধিবেশনগুলোর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিলঃ

-এ পর্যন্ত কাজের ফলাফল পর্যালোচনা করা;

- উপকূল নীতি এবং উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশলের পরিধি এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা গঠন এবং এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- পদ্ধতিগত বিষয়ে প্রস্তাব এবং তা বিস্তারিত করা;
- একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরীতে সহায়তা করা।

সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য কাঠামো ভিত্তিক এবং ফলাফলমুখী ১৫টি কর্ম অধিবেশনে সংলাপটিকে ভাগ করা হয়। এগুলো আবার ৩টি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের মাধ্যমে সমন্বিত করা হয়।

পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনগুলো গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় মত বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়। অতিথি বক্তা DFID'র মি. টিম. রবার্টসনের জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং BIDS'র ড. মুজেরির খসড়া IPRSP'র ওপর বক্তব্য সংলাপটিকে সমৃদ্ধ করে। Knowledge Portal on Estuary Development (KPED) এর একটি কর্ম অধিবেশন সংলাপ চলাকালে অনুষ্ঠিত হয় (CEGIS আয়োজিত এ অধিবেশনটি ১-১১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়)। ফলে এ অধিবেশন এবং ICZM সংলাপের মধ্যে আলোচনার সুযোগ তৈরী হয়।

সংলাপে একটি পজিশন পেপার তৈরী করা হয়। এতে PDO-ICZM এর বর্তমান এবং ভবিষ্যত কার্যাবলীর পদ্ধতিগত বিষয় এর সফলতা-দুর্বলতা এবং ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়। ২০০৩ সালের কর্মপরিকল্পনা এবং অন্যান্য দলিলে এগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এ সংখ্যায় আরো রয়েছে -

উপকূলীয় জীবিকা - একটি ধারণাগত বিশ্লেষণ

LCS পদ্ধতির মাধ্যমে লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ

বাংলাদেশের উপকূল এলাকার লবনাক্ত মাটিতে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা এবং সুযোগ

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি হ্রাস (RVCC) প্রকল্প

চিংড়ি উপখাতে প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনী ব্যবস্থাপনা।

সংলাপের বিভিন্ন চিত্র

উপদেষ্টা কমিটির সভা

উপদেষ্টা কমিটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সভা যথাক্রমে ৮ই আগস্ট এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০২ এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ড. এ.টি.এম শামসুল হুদার সভাপতিত্ব এবং কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে সভা দুটো অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল উপকূল অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ এবং তৃতীয় সভায় আন্তঃএজেন্সী সমন্বয়ের বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

জীবিকা বিষয়ক টাস্ক ফোর্স

স্থানীয় পর্যায়ে ইস্যু এবং নীতিমালা নির্ধারনের জন্য একটি জীবিকা বিষয়ক টাস্কফোর্স (Task Force on Livelihood - TFL) গঠন করা হচ্ছে। TFL এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৫সেপ্টেম্বর WARPO অফিসে। বিভিন্ন সরকারী দপ্তর (যেমন BRDB, LGED এবং WARPO) এবং এনজিও (যেমন BRAC, CARE, COFCON, COAST, RIC এবং UDDIPAN) এর প্রতিনিধিরা সভায় অংশগ্রহণ করেন। এতে TFL এর উদ্দেশ্য এবং পরিধি নিয়ে আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারীরা একটি ধারণা উদ্ভাবনকারী গ্রুপ (think tank) এবং মূল পরিকল্পক দল হিসেবে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে - যার উদ্দেশ্য হচ্ছে -

- কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিষয় নির্ধারণ করা;
- কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য আলোচনা, বিতর্ক এবং পরিকল্পনা তৈরী করা;
- কর্মকান্ড বাস্তবায়নের পর্যালোচনা এবং তদারকি করা;
- ফলাফল পর্যালোচনা এবং চূড়ান্ত করা;
- সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে যেখানে যেখানে সম্ভব ICZM -এর ধারণাকে অঙ্গীভূত করা;
- একটি প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করা যেখানে সদস্যরা তাদের চিন্তা, মতামত এবং পর্যবেক্ষণগুলো পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের সুযোগ পাবেন;
- উপকূলীয় জীবিকা সম্প্রসারণের নতুন মডেল উদ্ভাবনের সহায়ক ধারণাগুলোকে সমন্বিত করা।

নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন সমীক্ষা চলছে

বিদ্যমান খাত ভিত্তিক নীতি সংক্রান্ত দলিলগুলো কতটুকু বাস্তবায়ত হয়েছে - এ বিষয়ে মূল্যায়ন এখন চলছে। উপকূল অঞ্চলের ইস্যুগুলোর সাথে সম্পর্কিত নীতিগুলোর পর্যালোচনার মধ্যেই এ মুল্যায়ন সীমিত রাখা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাতকারের মাধ্যমে এ মূল্যায়ন কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। মোট ১০টি নীতি সংক্রান্ত দলিলের মূল্যায়ন এ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিবেদন ২০০২ সালের নভেম্বরে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উপকূলীয় জীবিকা একটি উপলব্ধিগত বিশ্লেষণ

উপকূলীয় জীবিকার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট মানুষের চিন্তা ভাবনার ওপর PDO-ICZM একটি জরীপ পরিচালনা করেছে। জরীপে ১০২টি উপকূলীয় পরিবারের ৯৪জন পুরুষ এবং ১০১ জন নারীর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক এবং প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট সম্পন্ন ৮টি উপকূল অঞ্চল থেকে জরিপের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। জরিপের সুবিধার্থে এ অঞ্চলগুলোকে সংজ্ঞায়িত এবং চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হচ্ছে - উপরস্থিত গঙ্গা অববাহিকা, নিম্ন গঙ্গা অববাহিকা, সুন্দরবন, উপকূলীয় চর, মেঘনা অববাহিকার পুরাতন ভূমি, চট্টগ্রাম উপকূল, নগর এলাকা এবং দ্বীপাঞ্চল। DFID'র 'টেকসই জীবিকা কাঠামো' (Sustainable Livelihood Framework) জরিপের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি বিস্তারিত Check list-এর মাধ্যমে গুণগত তথ্য ও

উপাত্ত এবং গৃহস্থালী সম্পদ, কাজকর্ম, জীবনের সংকট এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য - ইত্যাদি বিষয়ে ঐ অঞ্চলের মানুষের ধারণাগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। জরিপকৃত পরিবারগুলোর মধ্য থেকে ১১টি পরিবারের বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত গ্রহণ করা হয়।

জরিপ কাজ চলে ৬ই মে থেকে ১০ই আগস্ট পর্যন্ত। বেশকিছু সহযোগী প্রকল্প (Partner projects) এবং এনজিও জরিপ কাজে মূল্যবান সহায়তা দেয়। এদের মধ্যে ছিল CDSP, CEGIS, PBAEP, SBCP, BRAC, CODEC, NRDS, RIC, SARPV, সাগরিকা, সুশীলন এবং YPSA।

জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে বর্তমানে উপকূলীয় জীবিকা বিশ্লেষণের কাজ চলছে। উল্লিখিত জরিপে দেখা গেছে, পুঁজি বা সম্পদের ওপর মালিকানা বা অধিকার একটি পরিবারের সামর্থ্য, সুযোগ-সম্ভাবনা এবং তাদের বেঁচে থাকার কৌশল নির্ধারণে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে। গৃহস্থালী অবকাঠামো গড়ে ওঠে সম্পদের ওপর ভিত্তি করে। আর এ অবকাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই একটি পরিবারের সদস্যরা তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। একটি পরিবারে নানা ধরণের সম্পদ থাকে - যা নির্দিষ্ট একটি সময়ে পরিবারটির সামগ্রিক অবস্থা নির্ধারণ করে। সম্পদের পরিবর্তনের সাথে সাথে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়।

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের উপলব্ধির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উপকূল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে জরিপ পরিচালনা করে দেখা গেছে তাদের জীবনে সংকটের কারণগুলো সম্পর্কে নারী ও পুরুষেরা ভিন্নমত পোষণ করেন (বক্সে লক্ষ্য করুন)। এ ব্যাপারে পেশাজীবি গ্রুপগুলোর মধ্যেও মতভিন্নতা দেখা গেছে। পুরুষদের মাঝে কৃষকেরা কাজের অভাব, জেলেরা প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পাওয়া, ব্যবসায়িরা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দিন মজুরেরা সাইক্লোনকে তাদের উদ্বেগের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাদের পরিবারের নারীদের কাছে পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতা এবং নগদ অর্থের অভাবই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আর্থ সামাজিক অবস্থা ভেদেও সংকটের কারণ সম্পর্কে মানুষের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হয়। দরিদ্রতর মানুষের কাছে কাজের অভাবই প্রধান সমস্যা আর তুলনামূলকভাবে ধনীদের কাছে সাইক্লোন হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভয়ের ব্যাপার। দেখা গেছে, সকল স্তরের নারীদের কাছেই প্রধান দুশ্চিন্তার বিষয় পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতা।

উপকূল অঞ্চলের মানুষেরা যে বিষয়গুলোকে তাদের জীবনে সংকটের মূল কারণ হিসেবে দেখেন(ক্রমানুসারে)	
নারী	পুরুষ
পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতা	সাইক্লোন
বন্যা	প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাস পাওয়া
অসুস্থতা	বন্যা
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব	জলাবদ্ধতা
অর্থ/পুঁজির অভাব	অর্থ/পুঁজির অভাব

জীবিকা ঃ জনগণের বয়ান
আঁর আর কি আছে বাবুরে এক পোয়াছাওয়া ছাড়া (সায়রা বানু, গৃহবধু, লক্ষীপুর)
করইন্না কম খাওয়াইন্না বেশী (মনোয়ারা বেগম, গৃহবধু, লক্ষীপুর)
লোন লইলে শোধ করম কি দিয়া (দুলাল, জেলে, পটুয়াখালী)
আল্লাহর দম বার মাস (কোহিনুর, দিনমজুর, সাতক্ষীরা)
বাচ্চার ওজন আর টাকার ওজন সমান (বিনতারানী, দিনমজুর, খুলনা)
রথে আনি হ্যাডে খাইয়ে শ্যাষ (খালেদা খানম, গৃহবধু, চট্টগ্রাম)
চার আংগুইল্লা কপালে থাকলে তো হইবো (সামীউদ্দিন, লবন চাষী, কক্সবাজার)
কর্মী যখন ঘর বইঠ্যা রয় সংসার তহন মন্দ হয় (শাহীনা বেগম, গৃহবধু, পটুয়াখালী)
পাইলে খাই না পাইলে না খাই (সমীরন, দিনমজুর, চট্টগ্রাম)
মেন্নত করি জমিন লাগাই ডন মানুষ হইয়ে (ইউনুস, ব্যবসায়ী, কক্সবাজার)

পটুয়াখালী-বরগুনা গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-১৬: এল.সি.এস. এর মাধ্যমে লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ

পরিবারের ভেতরে এবং বাইরে সুস্পষ্ট বৈষম্যের কারণে নারীরা দুর্বল, অধঃস্তন এবং পরনির্ভরশীল থেকে যাচ্ছে। প্রথাগত সামাজিক রীতিনীতি, আচার এবং বিশ্বাস নারীদেরকে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে বাঁধা দেয়।

ডেনিশ সহায়তায় LGED'র অধীন পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প-১৬ (RDP-16) উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নারীর অংশগ্রহণের উপর ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেছে।

এ কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে ঃ

- স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য এবং পরিবহণ ব্যবস্থায় উন্নয়ন; এবং

- RDP-16 এর বাস্তবায়ন কর্মসূচীকে নারী-সংবেদনশীল প্রকল্প সম্প্রসারিত করা।

এ উদ্দেশ্যগুলোকে গভীর বিবেচনায় রেখে RDP-16-এর আওতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক এবং রক্ষণাবেক্ষণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মহিলা "লেবার কনট্রাকটিং সোসাইটি" (LCS) নিয়োগ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পগুলোকে সাধারণভাবে ২টি ধরণে ভাগ করা যায় ঃ

স্বল্পস্থায়ী কর্মসংস্থান প্রকল্প ঃ একটি একক চুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, যার মেয়াদ ৩ থেকে ৬ মাস। কাজের মধ্যে রয়েছে রাস্তা সংস্কারের জন্য মাটি ভরাট, খাল খনন এবং বাজার উন্নয়ন।

দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান প্রকল্প ঃ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত একাধিক চুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য। পাইপ ঢালাই করণ, কালভার্ট স্থাপন, খাল রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তা পাকা করা, ইটপাথর ভাঙ্গা, গাছ লাগানো এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত।

RDP-16 এর অধীনে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পে প্রায় ১২ হাজারের মতো নারীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ হয়েছে। কর্মে নিয়োজিত থাকাকালে নারী শ্রমিকরা মোটামুটি ভাল উপার্জন করে থাকেন। এর ফলে তাদের মধ্যে খরচের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। প্রকল্প শেষে যখন তাদের কাজ থাকবেনা এবং তাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হবে তখন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে - সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছি, আর তাই উৎপাদনমুখী স্ব-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে একটি সঞ্চয় কর্মসূচী চালু করা হয়েছে।

প্রকল্প চলাকালে LCS সদস্যরা তাদের মজুরীর ২৫% স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা রাখছে। প্রকল্প শেষে যার যার সঞ্চয় তুলে নিয়ে উপার্জনমুখী কর্মকান্ডে কাজে লাগাবে।

ব্যবসা বাণিজ্যে নারী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য RDP-16 প্রকল্পে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বিপনন শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

খুকু চক্রবর্তী, WID বিশেষজ্ঞ, গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্প -১৬ পটুয়াখালী/বরগুনা
ই-মেইল : piosub@citechco.net

বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে লবনাক্ত মাটির ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা

উপকূল অঞ্চলে ২৮.৫ লাখ হেক্টর চাষযোগ্য জমি রয়েছে, যা বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৩০ শতাংশ। বাংলাদেশের মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.০৬ হেক্টর, যা বিশ্বে সর্বনিম্ন। উপকূল অঞ্চলের ৩ কোটি ৪৮ লাখের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্যের সংস্থান এই সীমিত জমি থেকেই করতে হবে। লবণাক্ত এলাকার ফসল উৎপাদন পদ্ধতি অন্যান্য এলাকা থেকে বেশ ভিন্ন। লবণাক্ততার ফলে সৃষ্ট বিশেষ একধরনের পরিবেশ এবং জলীয় অবস্থা বছরব্যাপী স্বাভাবিক শস্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করে। এ কারণে উপকূল অঞ্চলে শস্য নিবিড়তা মাত্র ৬০-১৪০%, যেখানে দেশের অন্যান্য স্থানে তা ১৭৯%। লবণাক্ততা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, অম্লতা, জমির নিম্ন উর্বরতা, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস ইত্যাদি নানা কারণে উপকূল অঞ্চলে ব্যাপক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদি নিম্ন শস্য নিবিড়তায় কারণগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনের উপায় বের না করা হয় তবে উপকূল অঞ্চলে শস্য নিবিড়তা বাড়ানোর সুযোগ খুব কমই রয়েছে।

বর্তমানে জমি, মাটি, জলীয় অবস্থা এবং লবণাক্ততা সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে তথ্য পাওয়া যায়। উপকূল অঞ্চলের প্রধান ফসল হচ্ছে রোপা আমন। ২০০০ সালে SRDI পরিচালিত লবণাক্ততা জরীপে দেখা গেছে উপযুক্ত মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপকূল অঞ্চলে ৫.৯৬ লাখ হেক্টর জমিতে শস্যের নিবিড়তা বাড়ানো সম্ভব। সেচের জন্য স্বাদু পানির প্রয়োজন মেটাতে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের উপায় বের করার ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। যেহেতু উপকূল অঞ্চলে উচ্চ লবণাক্ততা রয়েছে তাই শুষ্ক মৌসুমে চাষযোগ্য লবণসহ ফসলের জাত উদ্ভাবন, মাটি ও সেচ ব্যবস্থাপনা এবং কম হলেও গ্রহণযোগ্য পরিমাণ ফসল উৎপাদনের জন্য মাটিতে লবণাক্ততার মাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন লবণাক্ততায় ফসল উৎপাদন হ্রাসের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা ধরা হয়েছে ৫০ শতাংশ। মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা জেনে সে অনুযায়ী উপকূল অঞ্চলের জমিতে ফসল চাষের পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে।

মাটির অবস্থা এবং বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় ফসল উৎপাদন হ্রাসের হার ঃ

ফসলের নাম	উপযুক্ত মাটি	PH অবস্থান	Ece (dsm-1) পর্যন্ত	হ্রাসের হার (%)
ধান	বেলে ও দো-আশ মাটি ব্যতিত সকল মাটি। কঠিন মাটিও উপযুক্ত	৫.৫-৬.০/ ৫.০-৬.৫০	০.০, ৩.৮, ৫.১, ৭.২, ১১.৫	০, ১০, ২৫, ৫০,১০০
গম	মাঝারী বুনটির মাটি	৬.০-৮.০	৬.০, ৭.৪, ৯.৫, ১৩.০, ২০.০	০, ১০, ২৫, ৫০, ১০০
বাদাম	ভঙ্গুর মাঝারী বুনটের বেলে দো-আশ ও দো-আশ মাটি	৫.৩-৬.৬	৩.২	০
আলু	ভঙ্গুর মাঝারী বুনটের দো-আশ মাটি	৪.৮-৬.৫	মাটি লবনাক্ততা সংবেদী	ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়
টমেটো	হালকা বুনটের দো-আশ মটি	৫.০-৭.০	২.৫, ৩.৫, ৫.০ ৭.৬, ১২.৫	০, ১০, ২৫ ৫০,১০০
বাধাকপি	দৃঢ় দো-আশ মাটি, উচ্চ বৃষ্টিপাত এলাকায় বেলে দো-আশ মাটি	৪.৫-৯.০	১.৮, ২.৮, ৪.৪ ৭.০, ১২.০	০,১০, ২৫ ৫০, ১০০
মরিচ	হালকা বুনটির পর্যাপ্ত পানি ধারণ ও নিষ্কাশন ক্ষমতা সম্পন্ন মাটি	৫.৫-৭.০		
রসুন	মাঝারী বুনটের এ মাটি, তবে অন্যান্য ধরন ও উপযুক্ত	৫.৫-৮.০		

*মাটির লবণাক্ততার ক্ষেত্রে, আলু চাষের জন্য মাটিতে বাণিজ্যিক এলুমিনিয়াম সালফেট ও ট্যানিক এসিড ব্যবহার করা হয়।

মোঃ কাবেল হোসেন দেওয়ান, PSO, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বিভাগ, Soil Resources Development Institute (SRDI), ঢাকা।

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প (RVCC) - দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে একটি উদ্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো নিয়ে সরাসরি তৃণমূল পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রে RVCC প্রকল্পটি দেশে এ ধরণের কাজের প্রথম উদ্যোগ। ২০০২ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৫ সালের মার্চ পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৮ লাখ মার্কিন ডলার (১০.৪ কোটি টাকা)। কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলাপমেন্ট এজেন্সী (CIDA) এর অর্থায়নে CARE, বাংলাদেশ এটি বাস্তবায়ন করছে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলায় এ প্রকল্পের কাজ চলছে। জেলাগুলো হচ্ছে বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, যশোর, খুলনা, নড়াইল এবং সাতক্ষীরা। স্থানীয় জনগণ এবং সংস্থার সাথে অংশীদারীত্বের মাধ্যমে এ প্রকল্প বাস্তবাযন করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপিয়ে নেয়ার উদ্যোগ হিসেবে উপকূল অঞ্চলে ভাসমান বাগান তৈরীতে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে এ ধরণের চাষ পদ্ধতি ঐতিহ্যগতভাবে চালু রয়েছে।

পরিবার, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, প্রাতিষ্ঠানিক এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রকল্পটির ৪টি লক্ষ্য রয়েছে -

পরিবার পর্যায়ে প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে - গ্রুপ ভিত্তিক নতুন ধরনের জীবিকা কৌশল সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে ৬,০০০টি পরিবারের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি। বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা, এন.জি.ও, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এ সব পরিবারকে প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তা দেবে যাতে করে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরণের কাজ, যেমন ভাসমান বাগান (বায়রা) তৈরী, লবণ উৎপাদন এবং লবন সহ্য করতে পারে এমন জাতের ফসল উৎপাদন করতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে জলাবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে ৮টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্বের সাথে প্রকল্পটি কাজ করবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী ভিত্তিক অভিযোজন কৌশল তৈরী ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্যও প্রকল্পটি কাজ করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা ও স্বল্প মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা তৈরীতে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সহায়তা দেয়া হবে। প্রকল্প সহযোগীরা জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে এবং নীতিগত ইস্যুগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এর ফলে জনগণের চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

যে বিষয়গুলো উপকূল অঞ্চলের মানুষের জীবনে সংকট সৃষ্টি করে সেগুলোর ওপর RVCC প্রকল্পের অধীনে একটি মূল্যায়ন জরিপ করা হয় ২০০২ সালের মে মাসে। এর উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সংকটগুলোকে স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত করা যাতে প্রকল্পের লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। ১৩টি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ১৮টি গ্রুপের মধ্যে এ জরিপ চালানো হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীরা ৪৪টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন যেগুলো তাদের জীবনে সংকট সৃষ্টি করে, এগুলোর মধ্যে আছে বন্যা, বেকারত্ব, লবণাক্ততা, খরা ইত্যাদি। ৪৪টি বিষয়ের মধ্যে ১৩টি প্রাকৃতিক - অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। ব্যাপকতার দিক দিয়ে বন্যাকে সবচেয়ে বড় সংকটের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন অংশগ্রহণকারীরা (৭৯%)। এরপর রয়েছে যথাক্রমে বেকারত্ব (৭৪%), লবণাক্ততা (৬৩%), খরা (৫৮%), পানি এবং পোকা-মাকড় বাহিত রোগ (৫৮%), জলাবদ্ধতা (৫৩%), অতিবৃষ্টি (৪৭%), জীব-বৈচিত্র হ্রাস (৪৭%), নদী ভাঙ্গন (৪২%) এবং সাইক্লোন (৪২%)।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচারের লক্ষ্যে Coastal Development Partership (CDP)'র সাথে এবং লোক গানের মাধ্যমে জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'রূপান্তর' এর সাথে প্রকল্পটির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পটি দেশের বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১০ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছে।

সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড এবং প্রকল্পের নিজস্ব যোগাযোগ কার্যক্রমের সুবিধার্থে একটি প্রচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক্লাউডিয়া সায়েরে, প্রকল্প সমন্বয়কারী, Reducing Vulnerability to Climate Change Project, ই-মেইল : carervcc@khulna.bangla.net

প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী ব্যবস্থাপনা : চিংড়ি চাষের ওপর একটি সমীক্ষা

দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সম্ভাবনা ও সংকটের অনন্য বৈশিষ্টপূর্ণ। একদিকে যেমন জাতীয় ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে উপকূল অঞ্চলে খাত ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে। তেমনি অন্যদিকে এ অঞ্চল সামুদ্রিক ও স্থলজ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংযোগস্থল হওয়ায় এ এলাকার উন্নয়ন ও এখানকার জনগণের জীবিকা উন্নয়নে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন। জটিল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এখানকার বিভিন্ন সম্পদের ব্যবস্থাপনার সমন্বয় প্রয়োজন। উপকূল নীতি এবং কৌশল প্রণয়ণের লক্ষ্যে বেশ কিছু খাত এবং ইস্যুর ওপর নজর দেয়া প্রয়োজন।

খুলনায় CDP'র তথ্যকেন্দ্রে চিংড়ি চাষের ওপর মতবিনিময় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

চিংড়ি চাষের ওপর একটি সমীক্ষার মাধ্যমে এ বিষয়ে নীতিগত আইনী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার দিকগুলো বিশ্লেষণের লক্ষ্যে একটি ইস্যুভিত্তিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এ সমীক্ষায় পরোক্ষ তথ্যাবলী এবং এ বিষয়ে পূর্বের সমীক্ষাগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাঠ এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সাক্ষাতকার ও দলীয় আলোচনার পাশাপাশি এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত এবং রিপোর্ট বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিংড়ি চাষ বিশ্লেষণের সময় জীবিকা হিসেবে এখাতের ওপর নির্ভরতার মাত্রা ও ব্যাপকতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চিংড়ি চাষকে একটি টেকসই জীবিকা হিসেবে গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরীতে নীতিগত, আইনী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত বিষয়গুলো কিভাবে সম্পর্কিত তা বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে।

সমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল :

– ভবিষ্যতে চিংড়ি চাষ ও চিংড়ি শিল্প সম্প্রসারণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে এবং জীবিকা উন্নয়নের এটি অবদান রাখবে।

– জাতীয় মৎস্য নীতি - ১৯৯৮-এ চিংড়ি উপখাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে পর্যাপ্ত নীতিমালা রয়েছে।

– জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়ে, পরিবেশগত দিক থেকে নির্ভরযোগ্য উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং কৃষকদেরকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন নীতিগত প্রতিবন্ধকতা নেই। তবে এক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়, তাই নীতিমালাকে কার্যকর করতে প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতি প্রণয়ন করা হবে।

– সরকার এই উপখাতের ওপর সবসময় গুরুত্বারোপ করেছে। এখাতের সঙ্গে যুক্ত প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ। এদের মধ্যে কাজের আরো সমন্বয় প্রয়োজন।

নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এর তদারকির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত বলে সমীক্ষাকালে মনে হয়েছে। এ খাতের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রধান সংস্থা হচ্ছে মৎস্য অধিদপ্তর। চিংড়ি চাষে সহায়তা দেয়ার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি রয়েছে। তবে এসব কমিটিতে চাষীদের আশা-আকাঙ্খা তুলে ধরার জন্য তাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো উচিত। (বর্তমান কমিটি গুলোতে চাষীদের প্রতিনিধিত্বকে স্বাগত জানানো হয় ঠিকই, তবে চাষীদের জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে সহায়তা দেয়ার কোন উদ্যোগ নেই)।

এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। এখাতের সর্বোচ্চ উন্নয়নে অন্যান্য সংস্থা যেমন BWDB, LGED, ব্যাংক সমবায়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়-এর সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী খাত এক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে।

মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তা নিয়ে এবং এখাতের সাথে প্রধান প্রধান স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে জাতীয় চিংড়ি কমিটি এবং জাতীয় চিংড়ি কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন নীতিমালা প্রণয়ণে ভূমিকা রাখতে পারে। এই পর্যায়েই খাত ভিত্তিক নীতিগুলোর সমন্বয় গঠন সম্ভব। সমীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট এ বছরের নভেম্বরে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ওয়েব সাইট

২০০১ সালের নভেম্বরে PDO-ICZM ওয়েব সাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েব সাইটে PDO-ICZM সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোর তালিকা দেয়া হয়েছে। এছাড়া কার কী দায়িত্ব, সকল রিপোর্ট ও প্রকাশনা সমূহ, Coast News এর কপি, সকল TC সভার কার্যবিবরণী এবং আরো অনেক বিষয় ওয়েব সাইটে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ওয়েব সাইটের ওপর আপনার মন্তব্যকে স্বাগত জানানো হবে।
সাইটের ঠিকানা হচ্ছে- www.iczmpbangladesh.org

PDO-ICZM সম্পর্কে কিছু তথ্য

ICZM সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের পলিসি নোটের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত Program Develpment Office-ICZM একটি বহুখাত ভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্ত মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং WARPO হচ্ছে প্রধান সংস্থা।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে - এমন একটি পরিবেশে তৈরী করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ণ প্রক্রিয়ায় সমন্বয় সাধন করা যায়।

এখানে চ্যালেঞ্জের বিষয় হচ্ছে এমন একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতি বের করা যা উপরিল্লিখিত লক্ষ্যকে একটি অর্থপূর্ণ এবং কার্যকর কৌশলে রূপান্তরিত করবে।

PDO-ICZM কর্মকান্ডকে কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে ৬টি ভাগ করা হয়েছে–

১. একটি উপকূলীয় অঞ্চল নীতি প্রণয়ণ, যা ICZM সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্য এবং নীতিমালার প্রতিফলন ঘটাবে;

২. একটি উপকূলীয় উন্নয়ণ কৌশল প্রণয়ন ;

৩. অবকাঠামোগত উন্নয়ণের জন্য একটি অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী তৈরী

৪. জীবিকা সম্প্রসারণে স্থানীয় জনগণের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বের করা।

৫. উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ গড়ে তোলার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রণয়ন ; এবং

৬. একটি সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ বিষয়ক জ্ঞান ভিত্তি তৈরী।

মূল প্রক্রিয়াটি নীতি থেকে কৌশল এবং কৌশল থেকে বিনিয়োগ কর্মসূচীর প্রবাহের ওপর নির্ভরশীল বাকী প্রক্রিয়াগুলো মূল প্রক্রিয়ার সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

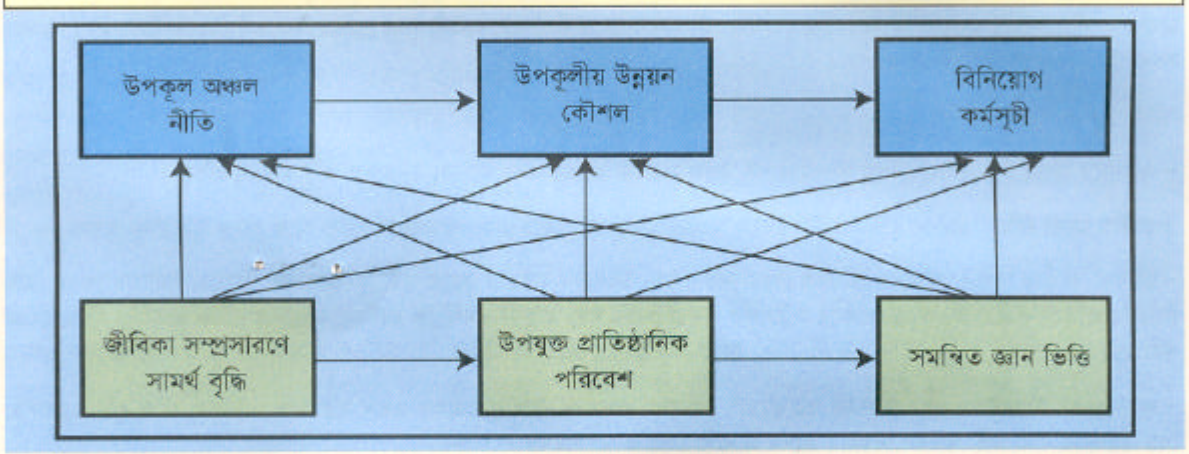

The PDO-ICZM will operate till January 2005 accomplish the output.

প্রকল্প বা উদ্যোগতাদের কাছ থেকে প্রকাশিত বিষয় সংক্রান্ত সংবাদ ও তথ্যাদি বাংলা/ইংরেজীতে পরবর্তী বুলেটিনের জন্য পাঠানোর আহবান রইল। তটরেখা পরবর্তী সংখ্যা বের হবে আগামী বছরের জানুয়ারীতে

PDO-ICZM নেদারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুণ

Program Development Office for ICZM
সাইমন সেন্টার (৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৪/এ, রোড # ২২, গুলশান-১, ঢাকা -১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৮৯২৭৮৭এবং ৮৮২৬৬১৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল: pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট: www.iczmpbangladesh.org

WARPO Office
সাইমন সেন্টার (৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৪/এ, রোড # ২২, গুলশান-১, ঢাকা -১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : ৮৮১৪৫৫৪/৮৮১৪৫৫৬/৮৮১৪২১৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮২৩৬৬৩
ই-মেইল : dg_warpo@bangla.net
ওয়েব সাইট: www.warpo.org

তটরেখা

টিকেট